দৈনিক ইত্তেফাক

043

তারিখ 10 JUN 1987

পৃষ্ঠা 3 কলাম 1

উচ্চ শিক্ষা খাতে অধিক ব্যয় জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখিতে পারিতেছে না

—ভাইস প্রেসিডেন্ট

বাসস জানায়, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এ. কে. এম নুরুল ইসলাম গত সোমবার বলিয়াছেন, সরকার দেশের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু এই বিপুল অর্থ ব্যয় জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখিতে পারিতেছে না। কারণ লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বৎসরের পর বৎসর বেকার থাকিতেছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা' সংক্রান্ত একদিনের সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের ন্যায় একটি দরিদ্র দেশে অর্থের এ-ধরনের অপচয় যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহা জানাইতে শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ভাইস প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশের অভাব রহিয়াছে। ছাত্র রাজনীতি, নৈতিক মূল্যবোধের অভাব, শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের ধর্মঘট, পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন এবং সর্বোপরি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার বিলম্ব বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সচরাচর ঘটনা।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ভাইস প্রেসিডেন্ট

(৩য় পৃঃ পর)

মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল বারী, কমিশনের সদস্য অধ্যাপক এম. শামসুল হক ও সচিব শহীদুল্লাহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদও বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক তাঁহার প্রবন্ধে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, "কেরানী তৈরীর কারখানাগুলি এখনও পূর্বের কাঠামোমত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিভন্ত প্রদীপের কাল গুণিতেছে, যে কোন দমকা হাওয়ায় সবগুলিই নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন, কলেজগুলির তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়া ভাগ্যবান; কলেজগুলির অবস্থা সত্যই করুণ।

প্রফেসর সামসুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ উচ্চ শিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ নাই বলিলেই চলে। এগুলিতে সেশন জ্যাম, অস্ত্র-শস্ত্র ও বোমার ব্যবহার নৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস প্রভৃতি জনসমাজে ধিকৃত হইতেছে; লেখাপড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। সরকার যদি ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব করেন তাহাকে অন্যায় বলা যাইবে কি করিয়া? তবে ছাত্র রাজনীতি যে বিপথগামী হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াই বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হইবে। এ ব্যাপারে সরকার, রাজনৈতিক দল, বিবেকবান ছাত্র গোষ্ঠী ও শিক্ষকগণের ছাত্র রাজনীতিকে স্বচ্ছ সাবলীল গতিধারায় প্রবাহিত করানোর চেষ্টা করা উচিত।

তিনি তিন বছর মেয়াদী ব্যাচেলর ডিগ্রী কোর্স কলেজগুলির নিকট ছাড়িয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কেবল মাষ্টার্স ডিগ্রী ও উচ্চতর গবেষণার জন্য রাখার পক্ষে সুপারিশ করিয়া সেইলক্ষ্যে কলেজগুলির প্রতিটিকে দুই কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ তাঁহার প্রবন্ধে বলেন; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আজ অপচয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত, এখানে ছাত্রের কালক্ষেপণ দীর্ঘতর হইয়াছে। তিনি শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে প্রকৃত আলোচনার অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পাঠক্রম উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত মূল্যায়ন, তাহা করিবেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, চাকুরীদানকারী সংস্থা ও সমাজ সচেতন শিক্ষাবিদ সকলে।